

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়-

- (ক) “কোম্পানী” বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত;
- (খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে “পরিচালক” বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

২১। এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কোন কৃত কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি বা জেলা কমিটির কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা উক্ত কমিটির নিকট হইতে ক্ষমতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

দায়মুক্তি

২২। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২৩। এই আইনের কোন বিধানে কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকিলে উহা দূরীকরণ বা উক্ত বিধান বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে।

অসুবিধা দূরীকরণ

তফসিল
(ধারা ২(খ) এবং ৬(২) দ্রঃ)

‘ক’ অংশ
প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ

- ১। গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতার কারণ ও উহা এড়ানোর উপায় সম্পর্কে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- ২। প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সমাজকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত ও সংগঠিত করা।
- ৩। প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করা।
- ৪। প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টিকারী দুর্ঘটনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে তথ্য প্রচার করা।
- ৫। গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর মাতৃ ও শিশু সেবা বিষয়ক তথ্য প্রচার এবং প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়ের জন্য যথাযথ উপকরণাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

- ৬। প্রতিবন্ধিতার কারণ নির্ণয় ও উহার চিকিৎসার জন্য তথ্য সংগ্রহ, জরিপ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা।
- ৭। শব্দ দূষণ প্রতিরোধে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ৮। ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল বন্ধে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

‘খ’ অংশ
প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ

- ১। আদমশুমারীতে প্রতিবন্ধিগণকে চিহ্নিতকরণ এবং তাহাদের একটি পৃথক তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করা।
- ২। প্রতিবন্ধিতার শিকার হইতে পারে এমন শিশুকে সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা।

‘গ’ অংশ
প্রতিবন্ধিতা নিরোধ

- ১। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রতিবন্ধিতা নিরোধমূলক বা নিরোধে সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা।
- ২। প্রতিবন্ধী শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনকল্পে শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ সম্পর্কে পরামর্শ (Counseling) প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- ৩। প্রতিবন্ধীদের দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য উপকরণ এবং শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণে সহায়তা করা।
- ৪। প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারযোগ্য উপকরণাদি আমদানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর রেয়াতের ব্যবস্থা করা।

‘ঘ’
প্রতিবন্ধীগণের শিক্ষা

- ১। বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষায়িত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দান, তাহাদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং ক্ষেত্রমত বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা করা।
- ২। অনধিক আঠার বৎসর বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টিসহ তাহাদিগকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ৩। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহিত একই শ্রেণী কক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

- ৪। প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ৫। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক বা অন্যান্য কর্মীকে প্রশিক্ষণদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ৬। প্রতিবন্ধীদের জীবন ধারা এবং সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজ পরিচিতি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে যথাযথ প্রবন্ধ ও আনুষংগিক বিষয়াদি সংযোজনের ব্যবস্থা করা।
- ৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা করা।

‘ঙ’

স্বাস্থ্য সেবা

- ১। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ২। সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ৩। প্রতিবন্ধীদের জন্য পুষ্টি উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ৪। উক্ত প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা।

‘চ’

পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান

- ১। প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনকল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচীসহ যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- ২। সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও উহা রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- ৩। প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের জন্য ম্যানুয়েল প্রণয়ন এবং উক্ত ম্যানুয়েল অনুসারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- ৪। প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও এইরূপ কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ৫। সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ চাকুরীতে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিবন্ধীদের জন্য সমান নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা।

- ৬। সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা শিথিলকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ৭। সরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়মিত চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ৮। প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রচার করা।

‘ছ’

যাতায়াতের সুবিধা

- ১। প্রতিবন্ধীদের যাতায়াত ও যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণকল্পে সরকারী, সংবিধিবদ্ধ ও বেসরকারী সংস্থার ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা এবং যানবাহনে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- ২। রেলগাড়ী, নৌযান, বাস টার্মিনাল এবং বিশ্রামগারসহ যে সকল স্থানে সাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার নির্মাণের বিধান রহিয়াছে সে সকল যান ও স্থানে যাহাতে প্রতিবন্ধীরা সুবিধাজনকভাবে ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করা।
- ৩। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুবিধার্থে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পারাপারের স্থানে শব্দ সংকেতের ব্যবস্থা করা।
- ৪। প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ ও মুক্ত চলাচলে সহায়তা প্রদানকল্পে উপযুক্ত প্রতীক উদ্ভাবন করা।
- ৫। হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে প্রযোজ্য স্থানে ঢালু ও বাকানো রাস্তা, সিড়ি ও র্যাম্প নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ৬। পরিচয়পত্র বহনকারী প্রতিবন্ধী ও তাহার একজন সহযোগী সঙ্গীর জন্য বাস, ট্রেন, বিমান ও জলযানের রেয়াতী হারে ভাড়া নির্ধারণসহ বহনযোগ্য মালামাল পরিবহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

‘জ’ অংশ

সংস্কৃতি

- ১। প্রতিবন্ধীদের জীবন-যাপন, জীবিকা, শিক্ষা, বিনোদন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর তথ্যাদি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- ২। শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকি এড়াইয়া চলিবার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাঁহার পরিবার কর্তৃক সতর্কর্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রচার মাধ্যমে তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- ৩। জাতীয় টেলিভিশনে বাক প্রতিবন্ধীদের শ্রবণ ও বোধগম্যতার জন্য ইশারা বা সাংকেতিক ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- ৪। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীতাকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা।
- ৫। প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- ৬। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতির পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং বাণীবন্ধ ক্যাসেট সরবরাহে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহদান করা।
- ৭। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা।
- ৮। দেশে-বিদেশে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রমে বা প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধী দল প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।

‘ঝ’ অংশ
সামাজিক নিরাপত্তা

- ১। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বীমা কার্যক্রম চালুকরণে বীমা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।
- ২। বেকার, অসহায় ও বৃদ্ধ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা।
- ৩। নির্যাতন এবং প্রতারণার হাত হইতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ৪। বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানা স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

‘ঞ’ অংশ
প্রতিবন্ধীদের সংগঠন

- ১। প্রতিবন্ধীদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ২। প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর সংগঠন গড়িয়া তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ৩। প্রতিবন্ধী সংগঠনের প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময়ের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা করা।

—————